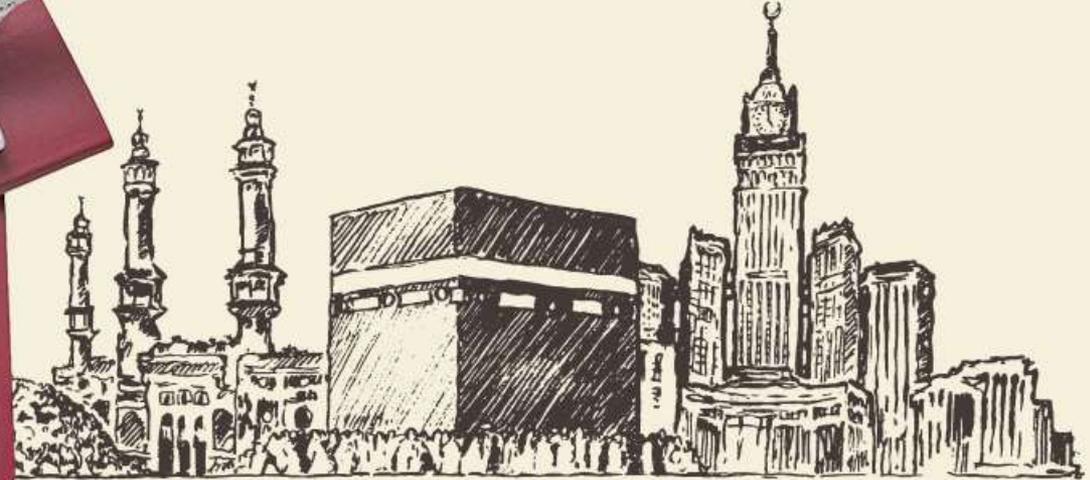


উমরা ও হজ্জ



মস্কার পথে



السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ،

আসসালামু 'আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুল্হ

“খুতবাতুল হা'জা” বা “প্রয়োজনীয় খুতবা”

আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ইন্নাল হামদালিল্লাহ, নাহমাদুল্, ওয়ানাসতা'ই-নুল্,
ওয়ানাস্তাগফিরুল্, ওয়ানাতাওয়াক্কালু 'আলাইহ,
ওয়া না'উজুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা,
মাই ইয়াহ্ দিল্লাহ্ ফালা মুদিলালাহ,
ওয়া মাই ইউদ্ লিলহ্ ফালা হাদি ইয়ালা।
ওয়ানাশহাদু আন- লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ,
ওয়াহদাহ্ লা- শারিকালাহ, ওয়ানাশহাদু আন্না
মুহাম্মাদান আব্দুল্ ওয়া রাসুলুল্।
আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মাদ,
ওয়া 'আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ইয়াজমাইন।

আম্বাবাদ।

ফাইন্না খাইরাল হাদিসি কিতাবুল্লাহ,
ওয়াখাইরাল হাদিয়ি হাদিয়ি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম,
ওয়া শাররাল উমুরি মুহদাসাতুহা,
ওয়া কুল্লা মুহদাসাতিম বিদ'আ,
ওয়া কুল্লা বিদ'আতিন দ্বালালা,
ওয়া কুল্লা দ্বালালাতিন ফিন নার!

সকল প্রশংসা আল্লাহর- আমরা তাঁর প্রশংসা করি,
তাঁর কাছে সাহায্য চাই, তাঁর কাছে ক্ষমা চাই,
তাঁর উপর ভরসা করি, আমাদের নফসের অনিষ্ট
থেকে তার কাছে আশ্রয় চাই। তিনি যাকে পথ
দেখান, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর
তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ পথ
দেখাতে পারেনা।

আমরা স্বাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোন
ইলাহ নেই, তিনি এক, তার কোন শরিক নেই।
আমরা আরো স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর
বান্দা ও প্রেরিত বার্তাবাহক। যিনি মানব ও জ্বিন
জাতির জন্য সর্বোত্তম আদর্শ এবং সকল
কর্মপালনে সর্বোত্তম ব্যক্তিত্ব।

হে আল্লাহ! আপনি দরুদ ও সালাম বর্ষণ করুন, তাঁর
প্রতি, তাঁর সম্মানিত পরিবার-পরিজনের প্রতি,
সাহাবাদের প্রতি, এবং তাঁদের পথের পথিকদের প্রতি
যারা তাঁদের পরে আগমন করেছেন

অতএব, অবশ্যই সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে - আল্লাহর কিতাবের বক্তব্য
এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দিক নির্দেশনা হলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথনির্দেশনা।

- আর মানুষের জীবনের সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজটি আল্লাহর
নৈকট্য অর্জনে নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবন করা,
- আর প্রতিটি নতুন উদ্ভাবিত পন্থা হচ্ছে বিদ্‌আত
- আর প্রতিটি বিদ্‌আত একটি পথভ্রষ্টতা
- আর পথভ্রষ্টতা নিয়ে যায় জাহান্নামের আগুনের দিকে।

আমরা যে সমস্ত ছবি ব্যবহার করেছি তা শুধু মাত্র সাধারণ ধারণা ও শিক্ষার নেওয়ার উদ্দেশ্যে।

বিভিন্ন এজেন্সি ও দলের জন্য নিয়ম কানুন কিছুটা ভিন্ন হতে পারে।

দলনেতার কাছ থেকে নিজস্ব যাত্রা বিবরণী ও থাকার অবস্থা জেনে নিতে হতে পারে।

আমাদের জ্ঞান মত সর্বচ্চ সতর্কতা ও সঠিক তথ্য দেওয়া চেষ্টা করা হয়েছে, তথ্যগত কোন ভুল ধরা পড়লে আমাদের জানিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করা হল। আমরা যেন পরবর্তীতে সংশোধন করে নিতে পারি।
ইন শা আল্লাহ

গোল্ডেন রুল

কতটুকু করলে ফরজ আদায় হয়ে যাবে, এই চিন্তা মাথায় আনবেন না।

বরং আপনার উদ্দেশ্য থাকবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোথায়, কোন কাজ কীভাবে ও কত সময় করেছেন, আমিও ঠিক সেভাবেই করব।

দ্বিধা-দ্বন্দ্বও
সিদ্ধান্তহীনতায়

মুহাম্মাদ ﷺ কি করেছেন আর কি করেননি।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ ও তার রাসূল ﷺ কি বলেন।

রাসূল তোমাদের যা দেন, তা গ্রহণ কর; আর যা থেকে বিরত রাখেন, তা থেকে দূরে থাক।
সূরা হাশর ৫৯:০৭

মৌলিক নিতিমালা

যে কোন আনুষ্ঠানিকতার ব্যাপারেই নিজের ইচ্ছামত বা পছন্দমত সিদ্ধান্ত নিবেন না। প্রত্যেক ব্যাপারে জানার চেষ্টা করবেন মুহাম্মাদ স. কি করেছেন এবং কি করেননি।”

আল্লাহর বাণী স্মরণ রাখুন রসূল যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর, আর যা থেকে তিনি বিরত রাখেন তা থেকে দূরে থাক।

কোন বিষয়ে জানার প্রয়োজন হলে নিজে সরাসরি কুরআন হাদিস থেকে জানার চেষ্টা করুন।
নিজে অপারগ হলে জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিদের শরণাপন্ন হোন এবং তাঁকে প্রশ্ন করুন,

এ বিষয়ে কুরআন ও রসূল স. কী নির্দেশ দিয়েছেন?



خذوا عني مناسككم

صححه الألباني

খুজু আন্নি মানাসিকাকুম – তোমরা আমার কাছ থেকে নিয়ম শিক্ষা নাও

আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স.) কোন বিষয়ে ফয়সালা করলে,
কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর নিজেদের কোন ব্যাপারে
অন্য কোন সিদ্ধান্তের ইখতিয়ার থাকবে না।

কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স.) কে অমান্য করলে,
সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।

(সূরা আহযাব ৩৩:৩৬)



হজ্জ কত প্রকার ?

হজ্জ তিন প্রকার

ফরয

ওয়াজিব

নফল



আমিনাহ

হজ্জ পালনের তিনটি পদ্ধতি

ইফরাদ: মিকাত থেকে কেবলমাত্র হজ্জের নিয়ত করাকে ইফরাদ বলা হয়।

হজ্জ

কিরান: মিকাত থেকে একই সাথে হজ্জ ও উমরার নিয়ত করাকে কিরান বলে।

উমরা হজ্জ

তামাত্তু: হজ্জের সফরে মিকাত থেকে প্রথমে উমরার নিয়ত করা এবং উমরা শেষে সে সফরেই হজ্জের নিয়ত করাকে তামাত্তু বলা হয়।

উমরা

হজ্জ



তামাত্তু

উমরা

হজ্জ

কুরবানী

উমরাহ্

উমরার অর্থ পরিদর্শন বা সাক্ষাৎ ।

হজ্জের কয়েকটি দিন ব্যতীত (৮-১৩ জিলহজ্জ)
নির্ধারিত নিয়মে কাবা পরিদর্শন করাকে উমরা বলে

উমরাহ

উমরাহ'র ফরজ ২টি ইহরামঃ মায়িদাহ ৯৬, তাওয়াফঃ হাজ্জ ২৯

১. ইহরাম (মীকাত হতে)

২. কাবা তাওয়াফ করা

১



২

উমরাহ্

উমরাহ্'র ওয়াজিব ২টি সাইঃ বাকারা ১৫৮, চুলকাটাঃ হাজ্জ ২৯

১. সাফা ও মারওয়া'র মধ্যবর্তী স্থানে সাঈ করা
২. মাথা মুন্ডন করা বা মাথার চুল ছাটা।



ইহরাম

ইসলামের পরিভাষায়

ইহরাম অর্থ হারাম বা নিষিদ্ধ করা।

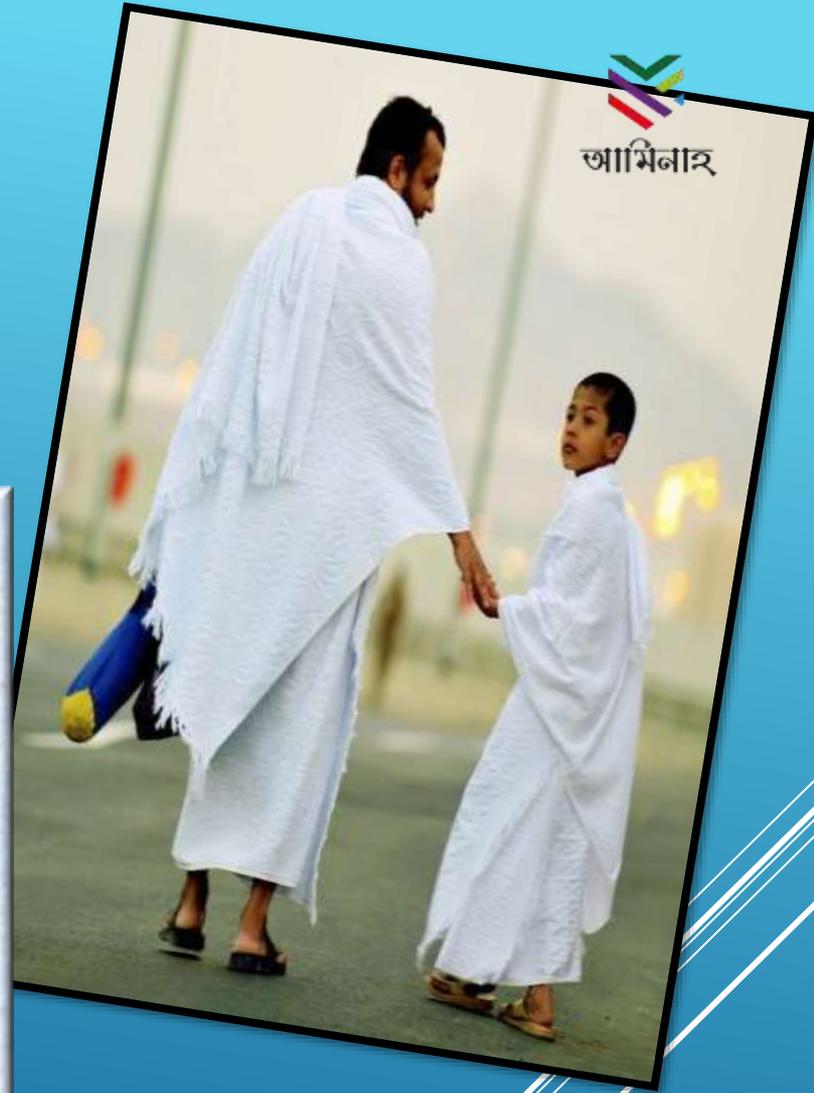
নির্ধারিত নিয়মে

নিয়ত ও তালবিয়া সহকারে

কিছু হালাল বিষয়কে নিষিদ্ধ করে

নির্দিষ্ট বিধি-নিষেধের আওতায়

প্রবেশ করা।



ইহরাম

ইহরামের ফরজ



১

নিয়ত করা

তালবিয়া পাঠ করা

২

ইহরামের ওয়াজিব

১

মিকাত থেকে ইহরামে প্রবেশ করা

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে বিরত থাকা

২

ইহরাম

ইহরামের নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ

- অশ্লীলতা।
- অসৎ আচরণ।
- ঝগড়া বিবাদ।
- শিকার করা।
- যে কোন হত্যা করা।
- চুল ও নখ কাটা, ভাঙ্গা বা উপরে ফেলা।
- যে কোন পাপাচার অন্যায় ও অবৈধ কাজ করা।

- যে কোন প্রকার যৌন আচরণ
- যে কোন প্রকার সুগন্ধি ব্যবহার
- বিবাহ আলোচনা
- মুখ ও হাত ঢাকা (মহিলা)
- সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান (পুরুষ)
- মুখমণ্ডল মাথাসহ ঢাকা (পুরুষ)
- গোড়ালী সহ পা ঢাকা (পুরুষ)

সূরা-বাকারা ২:১৯৭,
বুখারী-১৮৩৪
নাসাঈ-২৮৪২

ইহরাম

ইহরামের সূনাত



হজ্জের জন্য হজ্জের মাসসমূহ অর্থাৎ শাওয়াল, জিলক্বদ ও জিলহজ্জের ৮ তারিখের পূর্বে ইহরাম বাঁধা

গোসল বা ওযু করা।



দু'রাকাত সলাত আদায় করা



পুরুষদের জন্য সেলাইবিহীন সাদা রংয়ের চাদর/লুঙ্গি পরিধান করা এবং মহিলাদের জন্য স্বাভাবিক কাপড় পরা।



নিয়ত ও তালবিয়া পুরুষের জন্য উচ্চস্বরে এবং মহিলাদের জন্য নীরবে (প্রতিবার তিন বার করে তালবিয়া পড়া)।

ইহরাম অবস্থায় অনুমোদিত কার্যাবলী

- ❑ হাতঘড়ি, চশমা, হেডফোন, বেল্ট, মানিব্যাগ, শবণযন্ত্র ব্যবহার করা যাবে। মহিলারা আংটি ও গলার চেইন।
- ❑ ছায়ায় আশ্রয় নেয়া, ছাতা, লাগেজ, মাথায় বহন করা।
- ❑ ইহরামের কাপড় বাধার জন্য পিন ও ব্যান্ডেজ ও ঔষধ ব্যবহার করা
- ❑ চশমা, ঘড়ি, টাকা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বহন করার জন্য সেলাইযুক্ত ছোট ব্যাগ ব্যবহার করা
- ❑ পরিচ্ছন্নতার জন্য পরিধানের ইহরাম কাপড় পরিবর্তন ও ধোয়া।
- ❑ গোসল করা। প্রাকৃতিক প্রয়োজনে টয়লেট ব্যবহার করা।

নাসাঈ-২৮০১

নাসাঈ-২৮৪৬

মুসলিম-২৭৭৯

ইহরাম এবং মিকাত

স্থান অথবা কালের সীমারেখাকে মিকাত বলে।

সময়ের মিকাতঃ

যে সময়ের পূর্বে ইহরামে
প্রবেশ করা যায় না

স্থানের মিকাতঃ

ইহরাম ব্যতীত যে স্থান
অতিক্রম করা যায় না।

ইহরাম

ইহরামে প্রবেশের মধ্য দিয়ে অনেক হালাল কাজকে ইহরাম অবস্থায় হারাম করে নেয়া হয়।

ইহরামের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয় এবং আনুষ্ঠানিকতা শেষে ইহরাম থেকে মুক্ত হতে হয়।

২ স্তর স্থানের মিকাত
ইহরাম অবস্থা

– হালাল কাজ হারাম করা

১ম স্তর সময়ের মিকাত
নিয়ত করা থেকে

অশ্লীলতা, অন্যায় আচরণ ও কলহ-বিবাদ
বিধেয় নয় ২:১৯৭

৩য় স্তর সময় ও স্থানের মিকাত
মানসিকতা পরিবর্তন

হারাম এলাকা, খারাপ কাজের
চিন্তাও করা যাবে না ২২:২৫

ইহরাম প্রস্তুতি



যাদের প্রথমে ঢাকা থেকে মদিনা গমন

এবং তাদের জন্য মদিনার থেকে মক্কা আসার সময় ইহরাম ও মিকাত

যারা প্রথমে মদিনা যাবেন

তারা ইহরামে প্রবেশ করেন না,
সাধারণ পোশাকে ভ্রমণ করবেন।

মদিনার হোটেল থেকে ইহরামের প্রবেশের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে বের
হয়ে মদিনার মিকাত জুলহলাইফা/বীরে আলী থেকে
নিয়ত ও তালবিয়া সহকারে ইহরামে প্রবেশ করে
মক্কা আসবেন

ইহরাম প্রস্তুতি

পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যাত্রা আরম্ভের পূর্বেই



- নখ কাটা ও শরীরের অবাঞ্ছিত লোম পরিস্কার করে
- গোসল বা অজু করে পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা।
- দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করা।



বিঃদ্রঃ- এই গুলো ইহরাম অবস্থায় করা নিষিদ্ধ

ইহরাম প্রস্তুতি (পুরুষ)

পুরুষরা সিলাই বিহিন দুই
টুকরা সাদা রঙের কাপড় এক
টুকরা দিয়ে লুঙ্গির মত আর
একখানা চাদরের মত গায়ে
জড়িয়ে নেয়া।

কোনক্রমেই যেন ছতর বের হয়ে না
থাকে এবং কাপড় দিয়ে কাধ ও শরীর
ঢেকে থাকে সে বিষয়ে সবসময় সতর্ক
থাকতে হবে। গেনজি, আন্ডারওয়ার
পরা যাবে না।



‘রিদা’ বা চাদর
এবং
‘ইজার’ বা লুঙ্গী



তিরমিযি-৮৩৩

ইহরাম প্রস্তুতি (মহিলা)

মহিলাগন ইসলামী পর্দা অনুসারে সাধারণ পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র এবং শালিন ও টিলাঢালা পোশাক পরিধান করবেন। আপনার দু'হাতের কজি ও মুখমণ্ডল যেন খোলা থাকে।

এধরনের ব্যবহার করতে পারেন



আবু দাউদ-১৮২৫, তিরমিজি ৮৩৩

মনে রাখতে হবে

এই পর্যন্ত আপনার
ইহরাম এর প্রস্তুতি
সম্পন্ন হলো।

কিন্তু ইহরামে
প্রবেশ করা হয় নি



ইহরামে প্রবেশের স্থান

মিকাত থেকে ইহরাম প্রবেশ করা উত্তম।

বর্তমান সময়ে বাসা, হজ্জ ক্যাম্প, বিমান বন্দর বা
বিমানে ইহরাম সম্পন্ন করার অনুমোদন করা হয়।



উমরার ইহরামে প্রবেশের নিয়ত



لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً.

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা উমরাতান
হে আল্লাহ আমি হাযির, উমরা করার জন্যে

তামাত্তু পদ্ধতিতে হজ্জ পালনকারী
প্রথমে উমরাহ'র জন্য নিয়ত করবেন
হাজ্জের জন্য নয়

উমরার ইহরামে প্রবেশের নিয়ত



উমরা সম্পন্ন করতে না পারার কোন
ভয় থাকলে (বাধা বা অসুস্থতা) নিয়তে
সাথে যোগ করে নিতে পারেন

فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَجِيٍّ حَيْثُ حَبَسْتَنِي

“ফা ইন হাবাসানী হা-বিসুন, ফা মাহিল্লী হায়ছু হবাসতানি”।

যদি কোন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হই,
যেখানে বাধা পাব সেখানেই ইহরাম
থেকে মুক্ত হব।

মিশকাত ২৭১১, বুখারী ৫০৮৯, মুসলিম ১২০৭

ফিদিয়ার মাধ্যমে ইহরাম থেকে মুক্ত হওয়া যাবে

উমরার ইহরামে প্রবেশের নিয়ত



যারা বদলী উমরাহ করবেন,
মরার ইহরামে প্রবেশের জন্য বলতে হবে ,

লাব্বাইকা উমরাতান আন
(যার পক্ষ থেকে তাঁর নাম)

হে আল্লাহ আমি হাজির (যার পক্ষ থেকে
তাঁর নাম) **উমরা করার জন্য**

আমি ওমূকের পক্ষ থেকে উমরা করার জন্য হাজির

এর পর তালবিয়া পড়া শুরু করবেন

তালবিয়া



لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ
إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ

“লাব্বাইক আলাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা- শারিকা লাকা লাব্বায়িক,
ইন্নাল হামদা, ওয়ান্নি'য়মাতা, লাকা ওয়াল মুলক, লা- শারিকা লাক”।

“আমি হাজির, হে আলাহ! আমি হাজির।
আমি হাজির, তোমার কোনো শরীক নেই, আমি হাজির।
নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও নেয়ামত তোমারই এবং রাজত্বও তোমারই,
তোমার কোনো শরীক নেই”

৬২৭-যিমিহি, তিরমিহি-২২২৬
মুসলিম-২৭০১, বুখারী-১৫৪৯

পুরুষরা উচ্চস্বরে পড়বেন,
মহিলারা ক্ষীণস্বরে পড়বেন।

যেন আপনার কান শুনতে পায় অথবা
আপনার পাশে বসা মহিলা শুনতে পায়।

ইহরাম অবস্থায় বেশি বেশি তালবিয়া পড়তে হয়।
একসাথে অন্তত তিনবার তালবিয়া পড়তে হয়।

মাসজিদুল হারামের প্রবেশ করে

কাবা দেখার পরপরই তালবিয়া পাঠ বন্ধ হয়ে যাবে।

চলাচলের সময়, উচুস্থানে উঠতে,
নীচুতে নামার সময় তালবিয়া পাঠ করা সুন্নাহ।

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

কোন মুসলিম যখন তালবিয়া পাঠ করে তখন
তার ডানে ও বামের যত পাথর, গাছ, মাটি,
সবকিছুই তার সাথে তালবিয়া পাঠ করে।

এমনকি পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে যেয়ে তা শেষ হয়।

(ইসলামিক ফাউন্ডেশন তিরমিজী, কিতাবুল হজ্জ ৮২৯)

মিশকাত ২৫৫০, তিরমিজী হাদিস নম্বরঃ ৮২৮ এর প্রথমংশ [আল মাদানী প্রকাশনী]

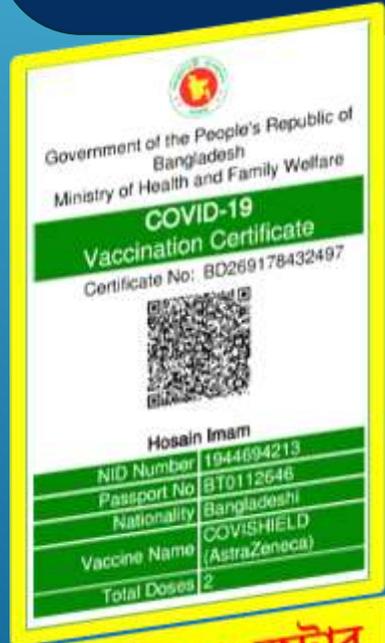


আজ থেকেই এই বই গুলো সংগ্রহ করে
জ্ঞান অর্জন ও দু'আ
শিখতে থাকুন

যাত্রা প্রস্তুতি



ভ্যাকসিন



কোভিড ও বুস্টার কার্ড



পাসপোর্ট



ভিসা



টিকেট



কার্ড

পাসপোর্ট ভিসা টিকেট ৬/৭ টি ফটোকপি সাথে রাখতে হবে
কিছু হ্যান্ড লাগেজে ও কিছু মেইন লাগেজে রাখবেন



অশ্লীলতা, অন্যায় আচরণ, ঝগড়া-বিবাদ
বাক্স বা সিন্দুকে লক করে বাড়িতেই রেখে যাবেন
সাথে নিবেন না

হাজ্জের সফর সামগ্রী

হাজ্জের যাত্রার প্রয়োজনীয় সব
কিছু লাগেজে গুছিয়ে নিবেন।

আমরা আপনাকে অনুরোধ করবো
এই লাগেজের সাথে আরো
৩টি বিশেষ বস্তা সাথে নিয়ে নিন।



এই তিনটি বস্তাতে বাসা থেকে
কিছু জিনিস নিয়ে বের হতে হবে,
যা কোথাও কিনতে পাবেন না।।



বাসা থেকে বের হওয়ার সময়
সাথে অবশ্যই
যত বড় সম্ভব
বস্তু দুইটি
নিয়ে বের হবেন





দৈর্ঘ্য, ক্ষমা, ত্যাগ

দৈর্ঘ্য, ক্ষমা, ত্যাগ

যত বেশী সম্ভব **দৈর্ঘ্য** ও **ক্ষমা** বস্তু দুইটিতে ভরে নিবেন

যে কোন ধরনের পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকবেন
এবং বস্তা থেকে এগুলো বের করে খরচ করবেন



طريق مكة
Makkah Route



‘রুট টু মক্কা ইনিশিয়েটিভ’



‘রুট টু মস্কা ইনিশিয়েটিভ’



Five countries are part of the initiative
Pakistan, Malaysia, Indonesia, Morocco, and **Bangladesh**

ঢাকা আশকোনা হাজ্জ ক্যাম্পে ১২ ঘন্টা পূর্বে
অবশ্যই হাজ্জীকে রিপোর্ট করতে হবে



“ রুট টু মক্কা ইনিশিয়েটিভ ”



বাংলাদেশ ইমিগ্রেশন হবে হজ্জ ক্যাম্পে



- মেইন লাগেজ এখানেই জমা দিতে হবে।
- শুধু ব্যাকপ্যাক বা কেবিন ব্যাগ সাথে থাকবে

সৌদি আরব ইমিগ্রেশন
বাংলাদেশ বিমান বন্দরে হবে

রিসিভ কোম্পানী অনুসারে কালার কার্ড দেয়া হবে
এই কার্ড সাথে রাখতে হবে এবং এই কার্ড
অনুসারে লাগেজ কালেক্ট করতে হবে



এ ক্ষেত্রে বিমান বাংলাদেশের নির্দেশনা :



প্রত্যেক হজ যাত্রীকে সকল ব্যাগে ইংরেজিতে লিখতে হবে

- যাত্রীর নাম,
- ফোন নাম্বার,
- জাতীয়তা,
- পাসপোর্ট নম্বর,
- এয়ারলাইন্সের নাম
- ফ্লাইট নাম্বার

❑ কেবিন ব্যাগে একসেট জামাকাপড় এবং

❑ ২/৩ দিনের উপযোগী জরুরী ঔষধগুলো রাখতে হবে

জরুরী নির্দেশিকা



- সৌদি আরবের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় দ্বারা অনুমোদিত ভ্যাকসিনের কপি হজযাত্রীকে প্রস্তুত রাখতে হবে।
- টিকা গ্রহণ করলেই চলবে না টিকা গ্রহণের সার্টিফিকেট অবশ্যই সঙ্গে নিতে হবে।



ভ্যাকসিন



টিকা কার্ড

“রুট টু মক্কা ইনিশিয়েটিভের” আওতায় সৌদি ইমিগ্রেশন বাংলাদেশে হওয়ার ফলে



- ☆ জেদা হাজ্জ টার্মিনালে কোন কাজ নেই।
- ☆ বিমান থেকে নেমে হেঁটে অপেক্ষারত বাসে উঠবেন।
- ☆ আপনার লাগেজ হোটেলে পৌঁছানো হবে

হজ্জ-উমরাহ



সফর আরম্ভ (দো'আ)

সফর আরম্ভ করার সময় সুন্নাহভিত্তিক কিছু দোয়া করা। যেমন-

পরিবারের সদস্য, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী থেকে বিদায় নেয়ার সময় দো'আ করুন

أَسْتَوِدُّكُمْ اللَّهُ الَّذِي
لَا تَضِيْعُ وَدَائِعُهُ

আসতাওদি 'উকুমুল্লাহ্লাযী লা
তাদী'উ ওয়া দায়ি'উছ।

তোমাদেরকে সেই
আল্লাহর নিকট
আমানত রেখে যাচ্ছি,
যার আমানত নষ্ট
হবার নয়।

ইবনে মাযাহ-২৮২৫

হজ্জ-উমরাহ



সফর আরম্ভ (দো'আ)

প্রতি উত্তরে পরিবারের সদস্য, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশীও দো'আ করবেনঃ

তোমার দীন, বিশ্বস্ততা ও আমলের পরিণাম আল্লাহর হেফাযতে সমর্পণ করলাম। আল্লাহ তোমাকে তাকওয়ার পাথেয় প্রদান করুন, তোমার গুনাহ মাফ করুন এবং তুমি যেথায় থাক সেথায় তোমার জন্য কল্যাণকাজ সহজ করে দিন।

أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ
رَزَاكَ اللَّهُ التَّقْوَى وَغَفَرَ لَكَ ذُنُوبَكَ وَيَسِّرْ لَكَ
الْخَيْرَ حَيْثُ كُنْتَ

আসতাওদি 'উল্লাহা দীনাকা ওয়া আমানাতাকা ওয়া
খাওয়াতীমা 'আমালিকা।
যাওওয়াদাকা ল্লাহুত্ তাকওয়া ওয়া গাফারা লাকা
যাস্বাকা ওয়া ইয়াসসির লাকাল খাইরা
হাইছু কুন্তা।

হজ্জ-উমরাহ



সফর আরম্ভ (দো'আ)

বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় দো'আ পড়ুনঃ

(আল্লাহর নামে বের হচ্ছি,
আল্লাহরই উপর ভরসা
করলাম। আল্লাহ প্রদত্ত
শক্তি ছাড়া কারোই কোন
ভরসা ও শক্তি নাই)।

আবু দাউদ-৫০৯৫

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَلَا
حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

‘বিসমিল্লাহি
তাওয়াক্কালতু ‘আলাল্লাহ,
লা-হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা
ইল্লা বিল্লাহ’।

হজ্জ-উমরাহ

8

সফর আরম্ভ (দো'আ)

বাহনে আরোহণ করে স্থির হয়ে বসুন এবং দো'আ পড়ুনঃ

আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ
সর্বশ্রেষ্ঠ,

পবিত্র ও মহান তিনি যিনি
এটিকে আমাদের বশীভূত
করে দিয়েছেন,
যদিও আমরা এটিকে
বশীভ, ত করিতে সমর্থ
ছিলাম না।

সরা-আল যখরুফ ৪৩:১৩-১৪,
আবু দাউদ-২৬০২

اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ،

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ

مُقْرِنِينَ - وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ

আল্লাহ্ আকবার, আল্লাহ্ আকবার,
সুবহানালাল্লাযী সাখখারা লানা হাযা ওয়া মা কুনডবা
লাহ মুকরিনিন। ওয়া ইনা ইলা রাব্বিনা
লামুনকালিবুন।

হজ্জ-উমরাহ



সফর আরম্ভ (দো'আ)

আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে দো'আ পড়ুনঃ

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয়
প্রার্থনা করছি
অন্যকে পথভ্রষ্ট করা হতে অথবা কারো
দ্বারা আমি পথভ্রষ্ট হওয়া হতে,
আমি অন্যকে পদস্থলন করতে অথবা
অন্যের দ্বারা পদস্থলিত হতে,
আমি অন্যকে নির্যাতন করতে অথবা
অন্যের দ্বারা নির্যাতিত হতে
এবং আমি অন্যকে অবজ্ঞা করতে বা
নিজে অপরের দ্বারা অবজ্ঞা হওয়া থেকে।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُضِلَّ أَوْ
أُضِلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزِلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ
أُظْلِمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ

আল্লাহুম্মা ইনি আ'উযুবিকা
আন আদিলা আও উদালা,
আও আযিল্লা আও উযাল্লা,
আও আজলিমা আও উজলামা,
আও আজহালা আও ইউজহালা
আলাইয়া।

হজ্জ-উমরাহ



সফর আরম্ভ (দো'আ)

যাত্রা পথে কোথাও থামলে এ দো'আ পাঠ করা:

আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ
বাক্য দ্বারা তাঁর সৃষ্টির
অনিষ্ট থেকে আশ্রয়
কামনা করছি

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

আউযু বিকালিমাতিল্লা-হিত তাম্মাতি
মিন শাররি মা খলাক্ব

হজ্জ-উমরাহ

সফর আরম্ভ

বাসা থেকে সরাসরি চলে যাবেন
হাজ্জ ক্যাম্প হয়ে বিমানবন্দর

বিমানবন্দর



হাজ্জ ক্যাম্প



হজ্জ-উমরাহ

হজ্জ ক্যাম্প ও বিমান বন্দর



সেখানে ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করবেন।

এ সময় সকলকে
সমূহ সাথে রাখতে
হবে ।

- পাসপোর্ট,
- বোর্ডিং কার্ড,
- টিকা কার্ড
- কোম্পানী
- হজ্জ মন্ত্রনালয়
আইডি কার্ড





যাত্রার ১০ ঘন্টা পূর্বে রিপোর্ট করতে হবে
ঢাকা আশকোনা হাজ্জ ক্যাম্পে

হজ্জ-উমরাহ

হজ্জ ক্যাম্প



আপনার এজেন্সির প্রতিনিধি
এবং সফরসজ্জিদের সাথে একত্রিত হবেন

ঢাকা হাজ্জ ক্যাম্প

বিমান ট্রাফিক,
কাস্টমস ও
ইমিগ্রেশন
banglalink™


আমিনাহ

হাজ্জ ক্যাম্পেই ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করতে হবে।

ঢাকা হাজ্জ ক্যাম্প



হাজ্জ ক্যাম্পে খাবার, অজু ও নামাজের ব্যবস্থা আছে

ঢাকা হাজ্জ ক্যাম্প



ইমিগ্রেশন শেষে সেখান থেকেই নির্ধারিত বাসে করে
বিমানবন্দর নিয়ে যাওয়া হবে।



ইহরামে প্রবেশের সম্পূর্ণ
প্রস্তুতি নিয়ে লাইন ধরে
সুন্দর ভাবে ইমিগ্রেশন শেষ
করবেন



ঢাকা হাজ্জ ক্যাম্প



লাগেজ চেকিং সহ সমস্ত
কাজ শেষ করতে হবে
এই খানে

মেইন লাগেজে এইখানে নিয়ে নেয়া হবে –
সরকারী ব্যবস্থাপনায় মক্কার হোটেলে পৌঁছে দেয়া হবে



লাগেজ রিসিভ কম্পানীর দেয়া কালার কার্ড বা টোকেন সাথে সংরক্ষণ করতে হবে ।
এটা ছাড়া লাগেজ ফিরে পাওয়া যাবে না



নির্ধারিত কাউন্টারে ইমিগ্রেশন
প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে

পাসপোর্টে সিল ঠিকমত পড়েছে
কিনা ভাল করে দেখতে হবে



হেটে বা বাসে এয়ারপোর্টে নিয়ে যাওয়া হবে
সবাই সারিবদ্ধভাবে সুন্দর করে দলনেতার সাথে যাবেন

হাজ্জ ক্যাম্প থেকে এয়ারপোর্ট যাওয়ার বাস বা হেটে



যেতে হবে বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে। ইন শা আল্লাহ

বিমান বন্দর



আমিনাহ



বাসা থেকে সরাসরি অথবা হাজ্জ ক্যাম্প থেকে
ঢাকা অন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে আসতে হবে



বিমান বন্দরের নির্ধারিত স্থানে নেমে
আন্তর্জাতিক টার্মিনাল ভবন যেতে হবে



প্রথমেই লাগেজ সিকুরিটি চেক করার
জন্য স্ক্যানারে দিতে হবে

Dear Pilgrim,
You are warmly welcome as a Saudia Guest.
In order to properly serve you, please observe the following:

Permitted Baggage
2 X 23 Kg. Pieces
80 X 60 X 35 Cm.

Zamzam Water Bottle
Officially approved: 5Ltrs.
From Sugia Factory
Accepted as checked baggage.

One Hand-Carried Piece
1 X 7 Kg.
55 X 35 X 25 Cm.

You are requested to adhere to your Confirmed reservation time and arrive at the airport not less than six hours before departure time.

Saudia wishes you blessed and accepted Hajj and a happy return to Home.

saudiairlines.com
f b i n

السعودية SAUDIA

অনুমোদিত ব্যাগেজ
২ টি ২৩ কেজি
কেবিন ব্যাগ (বহনযোগ্য)
১ টি ৭ কেজি

কেবিন ব্যাগে যেসব জিনিস নিবেনঃ

- ইহরামের আরেক সেট কাপড়
- প্রয়োজনীয় ঔষধ ও ব্যবস্থাপত্র
- তায়াম্মুমের জন্য মাটির চাকা
- টয়লেট টিস্যু, গন্ধবিহীন সাবান
- মোবাইল, কিছু রিয়েল
- পাশপোর্ট-টিকেট-ভিসা
- কুরআন মাজিদ



বিমান বন্দর





হান্ড লাগেজে নিষিদ্ধ জিনিসগুলো বহন করা যাবে না

চেক পয়েন্টে নিজেদের চেক করিয়ে নিতে হবে।
অবৈধ কোন কিছু বহন করা যাবে না।



মহিলাদেরও সিকুরিটি চেক করা হবে

বিমান বন্দর



ইহরামে প্রবেশ করলে মাথা ঢাকা নিষেধ
ইহরামের কাপড় পরিধান করার পর চাদর দিয়ে কাঁধ ঢেকে রাখতে হয়।
কারণ কাঁধ খোলা অবস্থায় সলাত আদায় করা নিষেধ।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৭৫৪-৭৫৬ নং)

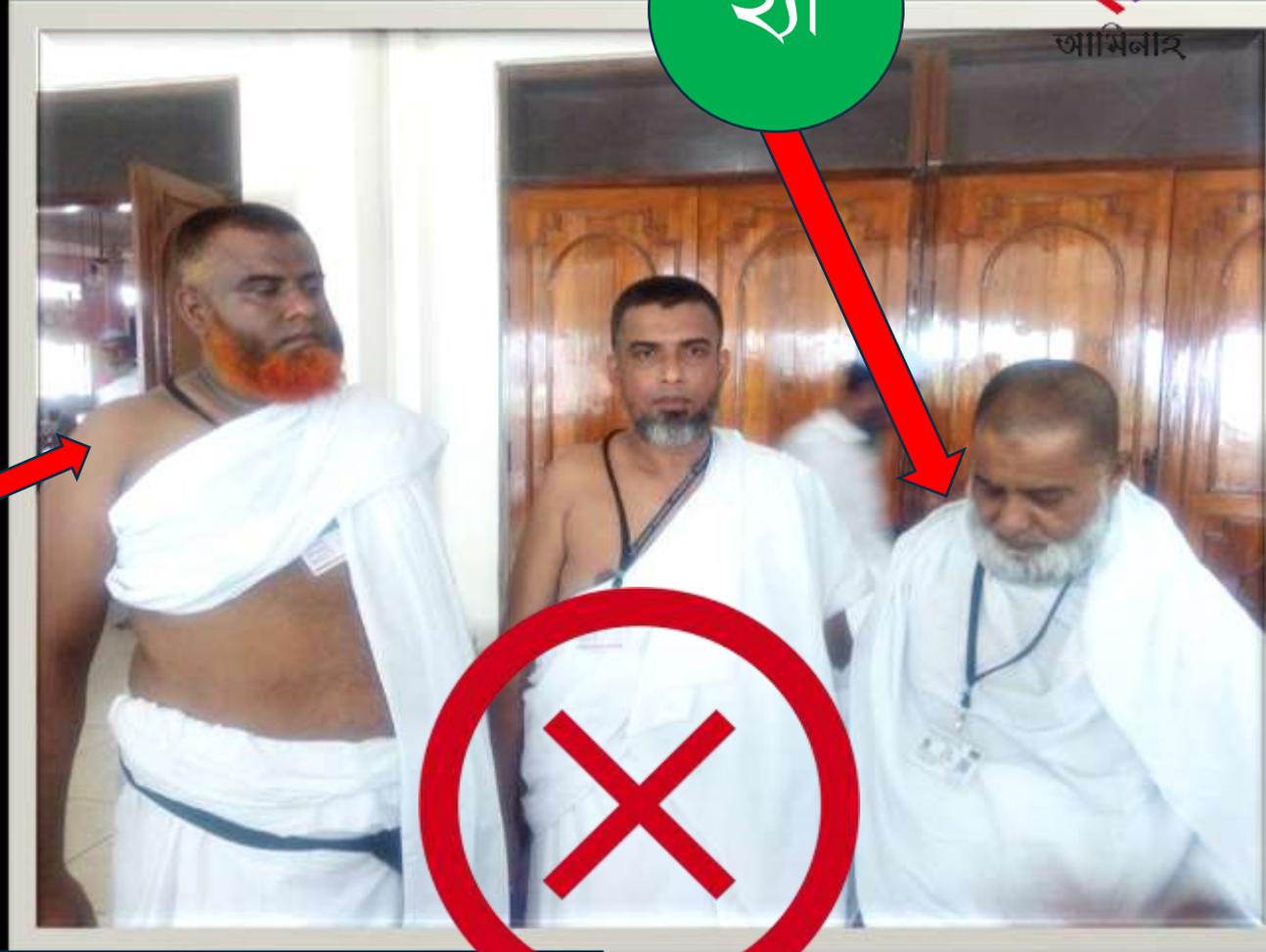


আমিনাহ

হ্যাঁ

উমরাহর
তাওয়াফ
ব্যতীত অন্য
কোন সময়ে
কাঁধ খোলা
রাখা যাবে না।

না



ইহরামের প্রবেশের জন্য বিশেষ কাপড় পড়ে
থাকলে কাঁধ খোলা না রেখে বন্ধ রাখা উচিত

বিমান বন্দর



এখানে সোদি ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করতে যেতে হবে



ইমিগ্রেশন কাউন্টারে যাওয়ার আগে প্রয়োজনীয়
কাগজ-পত্র হাতে রাখতে হবে

পাসপোর্ট – টিকেট – আরোহন কার্ড – ভ্যাকসিন কার্ড



আমিনাহ

নির্ধারিত ইমিগ্রেশন কাউন্টারে সুন্দর ভাবে
ইমিগ্রেশন সম্পন্ন হওয়ার প্রতীক্ষা করতে হবে।
পাসপোর্টে সিল পড়েছে কিনা দেখে নিতে হবে।



নির্ধারিত নিয়মে ফিজার প্রিন্ট সহ ইমিগ্রেশনের কাজ সম্পন্ন করে
ওয়েটিং রুমে যেতে হবে



সেখানে ফ্লাইটের জন্য নির্ধারিত অপেক্ষার স্থানে বসে
ফ্লাইটের ঘোষণার জন্য প্রতীক্ষা করতে হবে



নিজস্ব মালামাল - হান্ড ব্যাগ - পাসপোর্ট - বোর্ডিং কার্ড
সাবধানে নিজস্ব তত্ত্বাবধানে রাখতে হবে যেন হারিয়ে না যায়।
কিছু খেয়ে নিতে পারেন।

বিমানে উঠার আগে এয়ারপোর্টে ওয়ু করে
ওয়াক্তের নামাজ থাকলে নামাজ পড়ে নেয়া উচিত।
(প্রয়োজনে যুহর ও আসর অথবা মাগরিব ও ইশা
একত্রিত করে জমা ও কসর করা যেতে পারে)



মহিলারা সালাতের জন্য তাদের নির্ধারিত
নামাজের স্থান ওয় তলাতে চলে যেতে পারেন

পুরুষ মহিলা উভয়ের জন্য আলাদা
ওজুর স্থান এবং সুন্দর পরিচ্ছন্ন টয়লেট আছে

সাধারণ কাপড় পরিবর্তন না করে থাকলে
ইহরামের বিশেষ কাপড় পরিধান করে নিতে হবে



প্রয়োজন মনে হলে, মাসজিদ থেকে বের হয়ে,
দল নেতার সাথে একত্রিত হয়ে, উমরার নিয়ত ও তালবিয়ার মাধ্যমে
ইহরামে প্রবেশ করা যেতে পারে



এয়ারপোর্ট টয়লেট

বিমানে উঠার
আগে শেষ
বারের মত
এয়ারপোর্ট এর
টয়লেট ব্যবহার
করা উচিত।

এয়ারপোর্ট

নূতন ও বয়স্কদের জন্য
ইহরামের কাপড় পরিধান
অবস্থায় বিমানের টয়লেট
ব্যবহার উপযোগী নয়।

বিমানের টয়লেটে ওয়ু করা
একটি কঠিন কাজ।



বিমান টয়লেট

ফ্লাইট ছাড়ার সময় হলে - ঘোষণা করা হবে
বোর্ডিং গেট নং জানিয়ে দেওয়া হবে



দলের সঙ্গী যেন বিচ্ছিন্ন না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
দলবদ্ধ ভাবে দলনেতার সাথে নির্ধারিত বোর্ডিং গেইটে যেতে হবে।



আবার পুরুষ মহিলা উভয়কে নিরাপত্তা তাল্লাসীর মধ্য দিয়ে যেতে হবে
পাসপোর্ট ও বোডিংপাস সাথে রাখতে হবে



সেখান থেকে বিমানে আরোহণের জন্য
বোর্ডিং লাউঞ্জ অপেক্ষা করতে হবে



বিমানে আরোহণের সময় ঘোষণা করা
হলে বিমানে আরোহন করতে হবে

বিমানে প্রবেশ



বিমানে প্রবেশের গেইট খুলে দিলে
ধৈর্য সহকারে লাইন ধরে বিমানে প্রবেশ করতে হবে



বিমানে আহারনের জন্য নির্ধারিত পথ
দিয়ে যেতে হবে



বিমানের ভিতর আসন গ্রহন করার জন্য
বিমান ক্রুদের সাহায্য নেয়া যেতে পারে



বিমানের ক্রুদের সালাম প্রদান করা সহ
সহযোগীতা মূলক আচরণ করতে হবে



নির্ধারিত আসন না থাকলে সুবিধা মত
যে কোন আসন গ্রহন করতে হতে পারে

বিমানে



আমিনাহ



সিট নং নিয়ে ঝগড়া করা যাবে না



বিমানের ভিতর



হাতব্যাগটি ওভারহেড কম্পার্টমেন্টে রেখে স্থির হয়ে বসতে হবে
অযথা হাটাহাটি করা উচিত না

বিমানে



সিটটি সোজা করে রেখে
সিটবেল্ট বেঁধে সীটে বসে বিমান ছাড়ার অপেক্ষা করতে হবে

বিমানে



এরপর প্রথমে কাজ হবে
মোবাইল ফোনটি বন্ধ করে রাখা

বিমানে



ইহরামের ভিতর প্রবেশ করলে
বেশী বেশী তালবিয়া পাঠ করতে হবে

বিমানে



আমিনাহ



বিমানে বাহনে উঠার দু'আ পড়া উত্তম

বিমানে
খাবার
সরবরাহ
করা হবে



সব
খাবার
হালাল

ইহরামে প্রবেশ করে থাকলে
খাবার সময় সুগন্ধি লাগানো
ভিজা টিস্যু ব্যবহার করবেন না



বিমানে

টয়লেট ব্যবহার করার
নিয়ম আগেই জেনে নিবেন

ইহরামে প্রবেশ করে গেলে
সুগন্ধ যুক্ত টিস্যু ও সাবান
ব্যবহার থেকে
বিরত থাকবেন

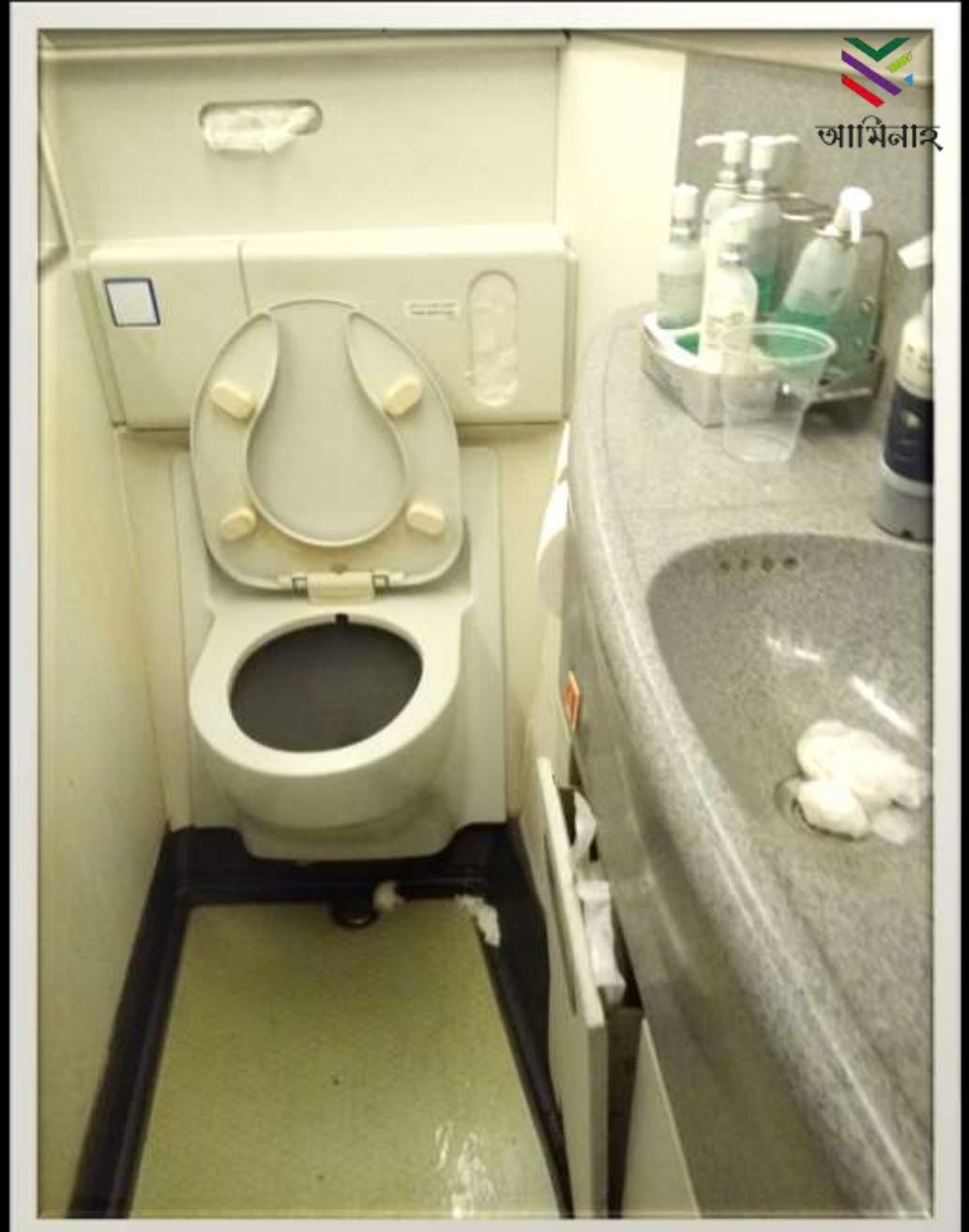


বিমানের ওয়াশ রুমের পানি খুবই সীমিত তাই পানি বেশী ব্যবহার করা যাবে না
ওযু করা কষ্টকর এবং কমোডের ভিতরে টিস্যু ফেলা যাবে না।

বিমানে

বিমানের টয়লেট নোংরা
ও ব্যবহারের অযোগ্য
থাকতে পারে।

অন্যকে টয়লেট ব্যবহার
করার জন্য সাহায্য করা
উত্তম



বিমানে

ফ্লাইট মিনিটরের দিকে লক্ষ্য
রাখত হবে
মিকাত চিহ্নিত করার জন্য



সরাসরি ফ্লাইটগুলো মিকাত অতিক্রম –
ঢাকা থেকে জিদ্দার পথে মিকাত হবে কারান আল মানাজিল

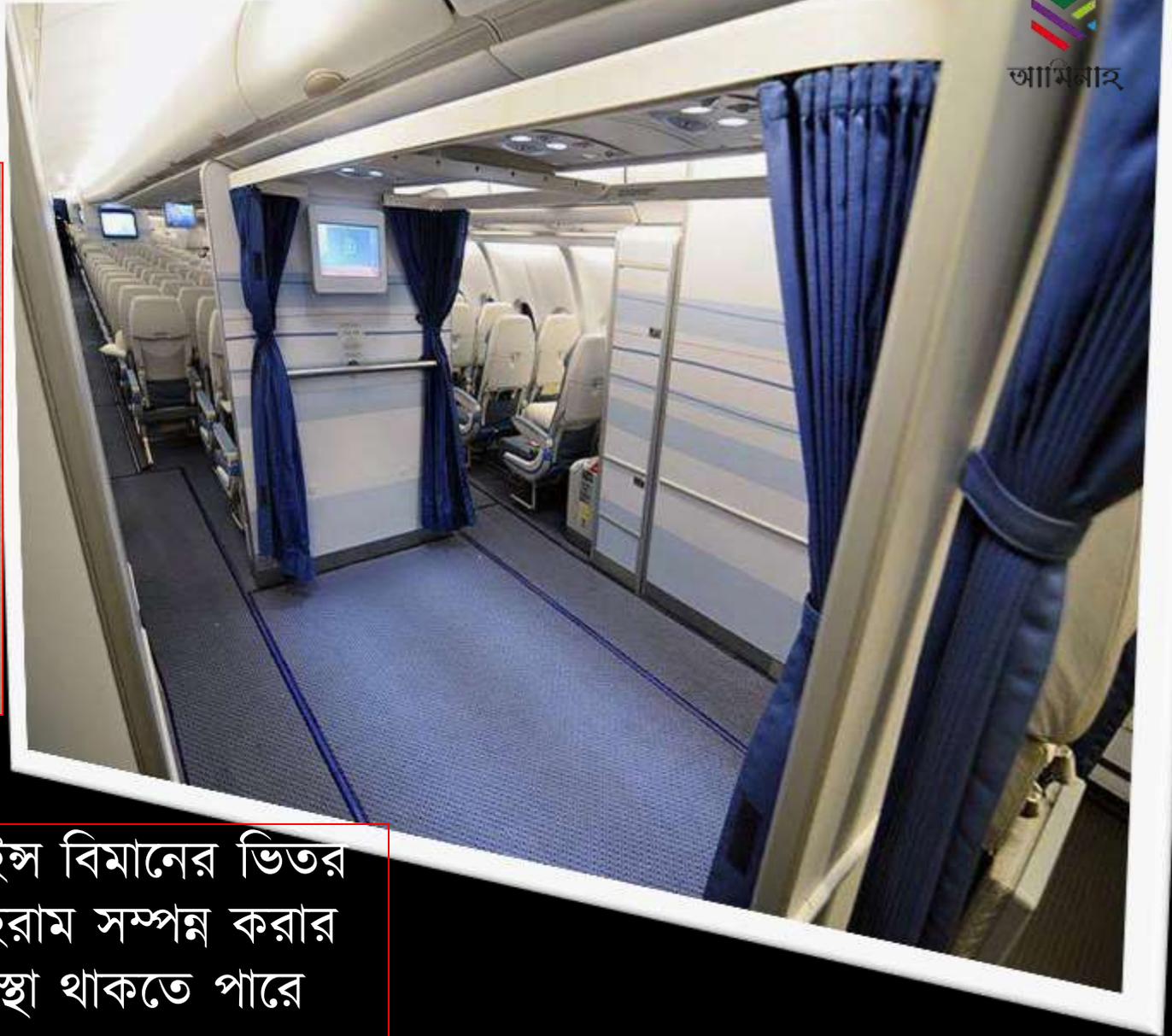


ইহরামে প্রবেশ না করে থাকলে অত্যন্ত দ্রুত
মিকাত আসার আগেই অথবা মিকাত ঘোষণা করলে
নিয়ত ও তালবিয়ার মাধ্যমে ইহরাম সম্পন্ন করতে হবে



ফজর সলাতের ওয়াক্ত প্লেনের ভিতর হলে - প্লেনের সিটে বসেই
অথবা প্লেনের নামাজ কক্ষে (যদি থাকে) সলাত আদায় করা যেতে পারে।

প্রয়োজনে অল্প পানিতে ওজু বা
তায়াম্মুম করার পদ্ধতি সফরের পূর্বেই শিখে নিতে হবে।



Fasten Curtain Open During
Taxi, Takeoff and Landing

مصلى - الحد الأقصى ١٠ أشخاص
Prayer Room - Maximum
Occupancy 10 Persons

ممنوع دخول المصلى
أثناء الحركة والإقلاع
والاضطرابات الجوية والهبوط

Do Not Occupy Prayer Room
During Taxi, Takeoff, Turbulent
Weather and Landing

هذا المصلى مخصص للصلاة فقط
Not To Be Occupied Except
For Prayer Only

সৌদিয়া এয়ার লাইন্স বিমানের ভিতর
নামাজ পড়া ও ইহরাম সম্পন্ন করার
জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকতে পারে

জেদা হজ্জ টার্মিনাল



ইন শা আল্লাহ - ইহরাম অবস্থায়
জেদা হজ্জ টার্মিনালে বিমান অবতরন করবে।

বেশী বেশী তালবিয়া পাঠ চলতে থাকবে

বিমান থামলে ধৈর্য সহকারে সবাই জেদা হজ্জ টার্মিনালে নেমে প্রবেশ করবেন



জেদা হজ্জ টার্মিনাল



মেইন লাগেজ ব্যাগ সরাসরি হোটেলে চলে যাবে



ব্যাগে অবশ্যই লিখা
থাকতে হবে

নামঃ
হোটেল ঠিকানাঃ
দেশের ফোনঃ
মুয়াল্লিম ফোনঃ

তালবিয়া
চলতে থাকবে
টার্মিনালে
নির্ধারিত বাস
আসলে সবাইকে
ডাকা হবে

বাসে উঠার আগে সবার পাসপোর্ট জমা দিতে হবে।
টিকেট, কার্ডগুলো সাবধানে নিজের কাছে রেখে দিতে হবে
জেদা হতে মক্কা পৌঁছাতে বাসে ২/৩ ঘণ্টা সময় লাগতে পারে

হারাম এলাকা - সাবধান



আমিনাহ



বাসে যেতে পড়বে মক্কার
হারাম এলাকা
যার বৈশিষ্ঠ্যঃ

আল্লাহ বলেন, যে এই হারাম সীমানায় পাপ কাজের
কোন নিয়ত করে, আমি তাকে কঠোর শাস্তি
আস্বাদন করাইব। (সূরা হজ্জঃ ২৫)

সে টেরও পাবেনা।।

হজ্জ অফিস

বাস প্রথমেই নিয়ে
যাবে হজ্জ অফিসে



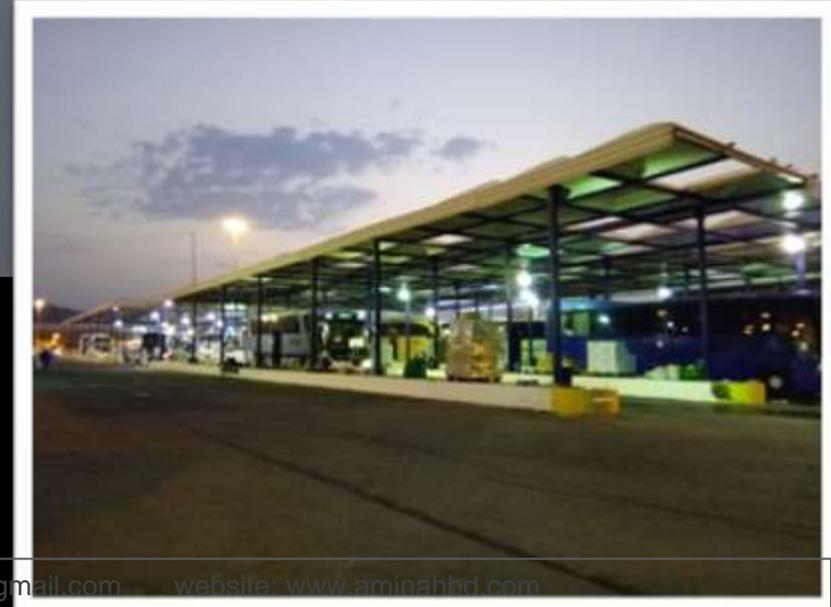
সেখানে শুকনো খাবার ও জমজম পানির বোতল দেওয়া হতে পারে।



হজ্জ অফিস



অনুমতি থাকলে প্রয়োজনীয় টয়লেট ও স্নান সম্পন্ন করা যেতে পারে
– কোন অবস্থাতে দল থেকে বিছিন্ন হওয়া যাবে না



মুয়াল্লিম অফিস



এরপর বাস মুয়াল্লিম অফিস হয়ে মক্কার হোটেলে নিয়ে যাবে।

মুয়াল্লিম অফিস



অনুমতি ছাড়া বাস থেকে নামা বা দল থেকে বিছিন্ন হওয়া যাবে না



মক্কার হোটেলে আগমন

বাসে মক্কার হোটেলে
আসতে আসতে খিদা ও
ক্লান্তি লাগা স্বাভাবিক



মস্কার হোটেলে



বাস থেকে নেমে সম্ভব হলে ব্যাগ সংগ্রহ করতে হবে

নির্ধারিত রুম নং জেনে নিতে হবে



দল নেতার সাথে যোগাযোগ করে নির্ধারিত রুমে যেতে হবে।

মস্কার হোটেলে

রুমে গিয়ে প্রয়োজনীয় কাজ সেরে নিতে হবে বিশ্রাম ।



পুরো সফরে ইহরাম অবস্থায় থাকবো,
বেশী বেশী তালবিয়া পাঠ করতে হবে
এবং ইহরামের বিধিনিষেধগুলো মেনে চলতে হবে ।

মক্কার হোটেলে

হাজার
সফর
অত্যন্ত
কষ্ট ও
ধৈর্যের



রাগান্নিত হওয়া, বিরক্ত হওয়া,
অভিযোগ দেয়া থেকে নিজেকে সংযত রাখতে হবে।

হোটেলে পৌঁছেই উমরা করার জন্য ব্যস্ত হওয়া যাবে না
ধৈর্য সহকারে, ক্লান্তি দূর করতে বিশ্রাম করে,
গোছল করে ঘুম দিতে হবে
কারণ রাসুল (সঃ) এমনটি করেছেন
তাছাড়া তাওয়াফের পূর্বে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন
ও পবিত্র হওয়া জরুরী। (বুখারী)



হজ্জ গাইডের দেয়া
সময় অনুযায়ী উমরা
পালন করার জন্য
প্রস্তুত থাকতে হবে।



পানি ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন



খাবার পানি



টয়লেটের পানি

প্রতিদিন জিদ্দাহ থেকে হোটেল/বাসা পর্যন্ত নিয়ে আসা হয় – পানি অত্যন্ত মূল্যবান যত কম পানি ব্যবহার করা উচিত



অন্য হাজীদের প্রতি সদয় ব্যবহার



AMINAHBD

রুমে কাপড় রাখার জন্য এইভাবে কোনাকুনি করে রশি বাঁধা উচিত হবে না
অন্য হাজীদের কষ্ট হতে পারে।

অন্য হাজীদের প্রতি সদয় ব্যবহার



হোসাইন ইমাম



রুমে কাপড় রাখার জন্য এইভাবে দেয়াল বরাবর রশি বাঁধা উচিত এবং বড় লাগেজ
বিছানার নীচে রেখে দিলে হাটা চলা ও খাওয়ার জন্য সুবিধা হতে পারে
- ইন শা আল্লাহ



রুমের AC থেকে সাবধান
নিজের চেয়ে অন্যদের প্রাধান্য দেয়া উচিত
সম্ভব হলে রুমের সকলে একসাথে খাওয়া উচিত।



আমিনাং

বাথরুম/টয়লেট ব্যবহারে সতর্কতাঃ

যতটুকু কমসময়ে টয়লেট
ব্যবহার করা।

টয়লেট ব্যবহারের পর তা
(কমোড) পরিচ্ছন্ন করা।

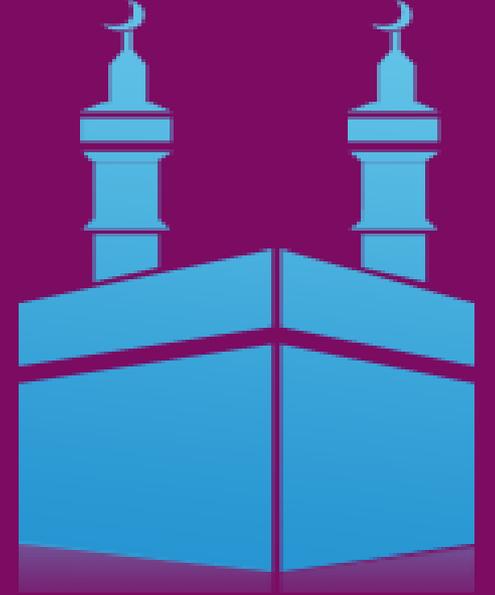
বালতি বা অন্যপাত্রে লুঙ্গি বা
কাপড় ধোয়া পানি পরিস্কার
করা।





মোবাইল ফোনের জন্য সৌদি সিম নিতে হলে
পাসপোর্ট ফটোকপি ও ফিংঙ্গার প্রিন্ট লাগবে
ডাটাসহ সুবিধামত একটা প্যাকেজ নিতে পারলে ভালো

হজ্জ সফরের যে ধারাবাহিক বর্ণনা করা হয়েছে তা বাংলাদেশের সাধারণ প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে সফর সম্পর্কে ধারণা দিতে চেষ্টা করা হয়েছে।



ব্যাবস্থাপনা সংক্রান্ত কোন কোন বিষয় ব্যতিক্রম হতে পারে, এটি সম্পূর্ণ হজ্জ ব্যাবস্থাপনা ও প্যাকেজের উপর নির্ভর করে সে ক্ষেত্রে এজেন্সির সাথে আলোচনা করে নিতে হবে।



পরবর্তী পর্ব ধাপে ধাপে উমরা পালন

কুরআন শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

QURAN TEACHING RESEARCH AND TRAINING CENTER

কুরআনের আলোকে জীবনকে আলোকিত করার প্রতিষ্ঠান

Hosain Imam

call: + 88 0155 0001 001

email: hosain.imam@gmail.com

website: www.aminahbd.com

কুরআন
শিক্ষালয়

আমিনাহ

“সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা,
আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লা আনতা,
আস্তাগফিরুকা, ওয়া আতুবু ইলাইক”



আস সালামুআলাইকুম

ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বরাকাতুহ

কুরআন শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

QURAN TEACHING RESEARCH AND TRAINING CENTER

কুরআনের আলোকে জীবনকে আলোকিত করার প্রতিষ্ঠান

